মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

তাইওয়ানের এসার ঃ তৃতীয় বিশ্বের অহংকার

তাইওয়ানের এসার, নাকি এসারের তাইওয়ান? একটি কোম্পানি, একটি দেশ। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি কোম্পানি। সোহাগ করে যাদের বলি উন্নয়নশীল দেশ তাদের দলেই ছিলো দেশটি সেদিনও। প্রায় নকল কমপিউটার বানিয়ে ১৯৮২ তে পিসির আবির্ভাবকালেই, তাইওয়ানের বাজারে ঝড় তুলেছিলো যে এসার, তার বয়স এবার দেড় দশক পুরো হতে চলেছে। মাত্র যৌবনে পা দেয়া এসারকে আজ রীতিমতো সাহসী করছে কারা জানেন? পশ্চিমা দুনিয়ার কমপিউটার কোম্পানি ইন্টেল-মাইক্রোসফট আইবিএমরা। ম্যানিলা থেকে মস্কো, মালয়েশিয়া থেকে মেক্সিকো অবধি প্রায় গোটা পৃথিবীতে ৩৯টি প্রথম শ্রেণীর কারখানা ঘাঁটি গেড়ে বিশ্বের বুকে তাইওয়ানের নাম সদর্পে এঁকে দিয়েছে এই একটি মাত্র তাইওয়ানী ব্রান্ড কমপিউটার নির্মাতা এসার।

আকার আয়তনে বাংলাদেশের প্রায় মাত্র চারভাগের একভাগ (১৩,৮৯২ বর্গমাইল), প্রায় আড়াই কোটির মতো জনসংখ্যার ভারে নুয়ে আসা তাইওয়ান জনঘনত্বের বিচারে অনেকটা বাংলাদেশেরই মতো। গোটা পঞ্চাশেক দ্বীপ নিয়ে এদেশটি ষাটের দশকেও কেবল ভাত-মাছের কৃষিনির্ভর দেশ ছিলো। মাওসেতুং-এর গণমুক্তি ফৌজের হাতে কুওমিনটাং রাজত্বের পতনে চিয়াংকাইশেক বিদেশীদের সহায়তায় ফরমোজায় এসে তাইওয়ানের প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজ নাবিকরা ফরমোজা (পর্তুগীজ ভাষায় যার অর্থ 'সুন্দর') বলে ডাকতো এই দ্বীপমালাটিকে। ষাটের দশকে চাল-মাছ বেচেই যে দেশের অর্থনীতি টিকে থাকতো সত্তরের দশকে শিল্পায়ন বিশেষত ইলেকট্রনিক্স বা সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সূচনা ও বিকাশে অর্থনীতিতে নানান সময়ের মন্দাভাবের ও প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে সেদেশ আজ পরিণত হয়েছে প্রশান্তমহাসাগরীয় তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের সাহসী কর্ণধার। জাপান ছাড়া কোরিয়া, হংকং, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার সাথে বিশ্ববাণিজ্যের পরিবর্তিত প্রযুক্তি-অর্থনীতি মডলের ভার কেন্দ্রটি এঅঞ্চলে টেনে ধরার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি তাইওয়ান।

পিসির বিশ্ববাজারে তাইওয়ান ঃ

তাইওয়ান পরিণত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক (৬৫% ভাগ) মাদারবোর্ড উৎপাদনকারী দেশে। বিশ্ববাজারে তাইওয়ানের মনিটর ৫৭%, কীবোর্ড ৬৫%, ইমেজস্ক্যানার ৬৪%, সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই ৩৫%, পোর্টেবল পিসি ২৭%, ল্যানকার্ড ৩৮%, গ্রাফিক্স কার্ড ৩২% আর মাউস ৭২% ভাগ। বিস্ময়কর যে, এই ছোট্ট দেশটি ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট প্রস্তুতিতে অবস্থান নেয় আমেরিকা ও জাপানের পরই তৃতীয় স্থানে। ১৯৯৪ সালে জাপান ও আমেরিকা যেখানে যথাক্রমে ৬১.১ বিলিয়ন ও ৬০.৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য উৎপাদন করে তাইওয়ানের উৎপাদন সেখানে ছিলো ১৪.৫৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। ১৯৯৫ সালে আমেরিকা ও জাপান সেখানে উৎপাদন করে যথাক্রমে ৬৫.১৩২ এবং ৬৩.৫৫১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য, তাইওয়ান যেখানে উৎপাদন করে, ১৯.৬৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হারও ছিলো পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশের চাইতে বেশি ৩৫%। আমেরিকা ছাড়া জাপান এখন তাইওয়ান এবং কোরিয়াকেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করে।

এসার ঃ ইন্টেল-মাইক্রোসফটদের প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ

এশিয়ার গর্ব তৃতীয় বিশ্বের এই ছোট্ট দেশের কোম্পানি এসার আজ জাপানকে তো বটেই পশ্চিমা বিশ্বের বাঘাবাঘা কোম্পানিগুলোকে ধাওয়া করছে বিপুল শক্তিমত্তায়। এসার এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এমনকি খোদ আমেরিকার বাজারের এক বিরাট অংশের দখলদার। গত চারবছরেই বিশ্বের নানাস্থানে আরো দশটি প্রথম শ্রেণীর কারখানা বসিয়ে বিপুল গতিতে তার বাজার সম্প্রসারিত করেছে মালয়েশিয়া থেকে আফ্রিকা ছাড়িয়ে মেক্সিকো অবধি। ১৯৯৫ সালেই ৫.৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বেচার সুবাদে ৮ বিলিয়ন ডলারের মাইক্রোসফট এর বিলগেটস আর ইন্টেলের এন্ড্রু এস, গ্রোভের এক যথার্থ এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছেন এসারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ষ্টান শিহ। অত্যন্ত মৃদুভাষী এই ভদ্রলোক ১৯৮২ সালে তাইওয়ানের সদ্যজাত বাজারে মাত্র ২০০ ডলারের একটি একরঙ্গা পর্দার ক্লোন হাজির করে এক মাসেই তিন হাজার সিস্টেম বেচে আলোড়ন তোলেন। সেই তার শুরু। আজ ৫১ বছর বয়সী এই ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখছেন আগামী ২০০০ সাল নাগাদ কম্প্যাক হিউলেট প্যাকার্ডকে টপকে বিশ্বের চারটি শীর্ষ স্থানীয় কোম্পানির একটিতে এসারকে প্রতিষ্ঠিত করার। তিনি চান এসারকে ততোদিনে ১৫ বিলিয়ন ডলারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে।

ষ্টান শীহ

দুর্দম প্রাণশক্তি আর অফুরাণ সাহসের উৎস ঃ

একী দিবা স্বপ্ন ? সত্যিই এসার পারবে এ লক্ষ্য অর্জন করতে ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে তাকাতে হয় এসারের সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক হালচাল আর প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের ধরনধারণের দিকে। অবাক হবেন কী নিয়ে এসার লড়ছে তা শুনলে। পিসি আর অন্যান্য পেরিফেরালস তৈরির হাতে গোনা যে কয়টি প্রথমশ্রেণীর অত্যাধুনিক কারখানা সংগঠন পৃথিবীতে আছে তার একটির মালিক-প্রতিষ্ঠাকারী ষ্টান শিহ এর এসার। আগেই বলেছি, ক্যালিফোর্নিয়ার সানজোসে থেকে শুরু করে ফিলিপাইনের সুবিক উপসাগরের কিনারা অবধি বিস্তৃত ৩৯টি জায়গায় বসানো হয়েছে এ কারখানা। টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস এর সাথে যৌথভাবে মেমোরী চিপ উৎপাদন থেকে শুরু করে পিসির মাদার বোর্ড, রঙ্গীন মনিটর হয়ে কী-বোর্ড-সিডি ড্রাইভ পর্যন্ত হেন জিনিস নেই যা এসব কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে না। গত বছর, ১৯৯৫ তে এসার এই কারখানাগুলো থেকে উৎপাদন করেছে ৪০ লক্ষ পিসি, ১৭ লক্ষ সিডি ড্রাইভ, ৩৫ লক্ষ মনিটর আর ৫২০ লক্ষ মেমোরী চিপসহ অসংখ্য পিসি যন্ত্রাংশ। আর এ বছর পিসির উৎপাদনের সংখ্যা ৬০ লক্ষের অংকে ছড়িয়ে যাবার সুবাদে এসার পরিণত হবে বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম পিসি উৎপাদক কোম্পানিতে। বছরে প্রায় ৫০% ভাগ এসারের বাজার বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৯৯২ থেকে এসারের বিক্রি ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ষ্ট্যান শিহ'র অপরিসীম দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত অত্যাধুনিক পিসি ইত্যাদি তৈরির এই যে, বিরাট নিজস্ব উৎপাদন-সরবরাহব্যবস্থা তাকে ঘিরেই রচিত হয়েছে বাজার ব্যবস্থাপনা-মূল্য-কৌশল-পণ্য সরবরাহ সেবা বিলানোর শাখা-প্রশাখাগুলো। ১৯৯৫ সালে এসারের পরিসংখ্যান রীতিমতো বিস্ময়কর সফলতায় ভরপুর।

সফলতার চালচিত্র ঃ ১৯৯৫ সাল ঃ

১৯৯৫ সালে তাইপে সিংগাপুর-মস্কো-নেদারল্যান্ডে এসার গ্রুপের সাফল্য সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছে। ৬৩.৪% ভাগ মালিকানায় সিংগাপুরের এসার ১৯৯৫ সালে ৬১৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে পিসি বাজার র‍্যাংকে তৃতীয় স্থান দখল করে। ৯০% ভাগ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত মস্কোভিত্তিক এসার সিআইএস ইনক ৪১.৬ মিলিয়ন ডলার আয় করে পিসি বাজারে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আর ১০০% ভাগ মালিকানাধীন এসারের নেদারল্যান্ড শাখাটি বাজার প্রায় ৪৬২ মিলিয়ন ডলারের। আর তাইওয়ানের মাটিতে তাইপে অপারেশন থেকে এসার বিক্রি করে প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। ওদিকে মেক্সিকো সিটির ঘাঁটি থেকে ল্যাতিন আমেরিকায় বাজারের শীর্ষ স্থানটি দখল করতে ৩০% মালিকানা সত্ত্বের এসার কমপিউটেক বিক্রি করে ৩.১ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। মার্কিন মুলুকে অষ্টম স্থানে চলে আসে ১.৪৪ বিলিয়ন ডলারের বিরাট অংকের বাজার করায়ত্ত করে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসেতে এসার ১০০% নিজস্ব অর্থে যে কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে সেখান থেকে অনেকটা টেলিভিশনের মতো আকর্ষণীয় ও বহিরাঙ্গে মৌলিকত্ব ধারণকারী অ্যাসপায়ার সিরিজের হোম পিসিগুলো মার্কিন বাজারে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। ওখানে বছরে অন্ততঃ ৩৫% হারে এসারের বাজার বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সামগ্রিক বিচারে ১৯৯৫ সালে দেখা যাচ্ছে, জাপান ও কোরিয়া বাদে এশীয়াতে কম্প্যাক-আইবিএমকে পেছনে ফেলে ৫৩ লক্ষ পিসি বিক্রি করে শীর্ষ স্থানে রয়েছে এসার, তেমনি শীর্ষে আছে আফ্রিকাতে, শীর্ষ স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যেও।

দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ল্যাতিন আমেরিকার বাজারে, অন্যত্রও এসার প্রচন্ড গতিতে প্রবেশের পথ করে নিচ্ছে। এমনকি ভারতে তৃতীয় অবস্থানে থেকেও সেদেশের শীর্ষ স্থানীয় নির্মাতা বিপণনকারী উইপ্রো লিমিটেডের সাথে যৌথ উদ্যোগে পিসি প্রস্তুত ও বিপণনের চুক্তি সই করেছে ভবিষ্যত অগ্রযাত্রাকে সুগম করতে। ১৩টি আঞ্চলিক সরবরাহ ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মালয়েশিয়ার ২০% ভাগ বাজার করায়ত্ত করেছে এসার। এখানে দ্বিতীয় স্থানে লড়াকু কম্পাক মাত্র দুটো শাখা অফিস নিয়ে ৯% ভাগ বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এসার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও হটিয়ে দিয়েছে তার মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের। যে এসার ১৯৯৩ এর শেষের দিকে প্রথম একটি কোম্পানিকে মাত্র ২০০০ কমপিউটার বেচে রাশিয়ায় প্রবেশ করে এবং সেবার

স্বল্প মূল্যের এসার বেসিক পিসি

মোট বিক্রি করে ৩৪ লক্ষ সিস্টেম, সেই এসার ১৯৯৫ তে মোট ৪২০ লক্ষ সিস্টেম, বাজারজাত করেছে সাবেক সোভিয়েত দেশগুলোয়। মোট কথা, তথ্য প্রযুক্তির মহারাজ্যে এসার আজ এক মহীরূহে রূপান্তরিত। আর এই রূপান্তরের ধারাকে অব্যাহত রাখতেই স্ট্যান শিহ নিতান্ত পিসি ইত্যাদি উৎপাদনে সীমাবদ্ধ না থেকে ঝুঁকছেন অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদনে, কৌশল রচনা করছেন, স্বপ্ন দেখছেন এসারকে ২০০০ সাল নাগাদ ১৫ বিলিয়ন ডলারের দানবীয় কোম্পানিতে রূপান্তরের।

এম. এ. ওয়াহাব

নতুন পথের বাঁকে ঃ

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে স্টান শিহ কৌশল রচনা করেছেন একটি দর্শনকে ঘিরে। সে দর্শন হচ্ছে, তাঁর মতে- পৃথিবীর যে যেখানে আছে তার কাছেই ডিজিটাল পণ্য-আরো স্পষ্ট করে বললে- 'বুদ্ধিমান পণ্য' পৌঁছে দেবার দর্শন। ওই 'বুদ্ধিমান পণ্য' গুলোকে কম দামে অথচ অত্যাধুনিক প্রাযুক্তিক সংগঠনে তৈরি করতে ও ছড়িয়ে দিতে চায় এসার। গত বছর আমেরিকার মাটিতে অবয়বে মৌলিকত্ব নিয়ে টেলিভিশন গোছের এসপায়ার সিরিজের 'হোম পিসি'গুলো ভীষণ সমাদর পায়, যা দেখে স্টান শিহর মনে নতুন পথে পা ফেলবার সাহস জেগে ওঠে। হোম ইলেক্ট্রনিক্স-এর শরীরে পিসির আত্মা ঢুকিয়ে দিয়ে ভবিষ্যত গেরস্থালীর জীবনের আদলটাই পাল্টে দিয়ে দুপয়সা কামিয়ে নেবার কৌশল। এসার এতোদিন কেবল পিসি আর পেরিফেরালস উৎপাদনে ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু পিসির এই বাজার স্টান শিহর কাছে সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। আর এখনই তিনি পরিবর্তিত বিশ্বচাহিদার সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতের 'ডিজিটাল বসত বাটি'র বাসিন্দাদের হাতে 'বুদ্ধিমান ইলেক্ট্রনিক্স' তুলে দিয়ে সীমাবদ্ধতার খোলস ভেঙ্গে বর্ধিষ্ণু ওই বিশ্ববাজারটিকে দখলের স্বপ্ন-কৌশল রচনায় মনোনিবেশ করেন। কারন তিনি ভালো করেই জানেন যে, এসারের রয়েছে বিশাল ক্ষমতাধর পিসির যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা-দক্ষতা। এখন যদি হোম ইলেক্ট্রনিক্স-এর ভেতরটায় ওই পিসির বুদ্ধিক্ষমতার সমন্বয় করা যায় তা'হলে মনি-কাঞ্চন সংযোগে রীতিমতো বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক ও ব্যবসায়িক যুদ্ধে দুটি বৃহৎ শ্রেণীর কোম্পানিকে একযোগে মোকাবেলা করতে হবে। একদিকে পিসি রাজ্যের আইবিএম, কম্প্যাক, এনইসি'রা অন্যদিকে গেরস্থালী পণ্য উৎপাদনে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ও জনপ্রিয় সনি, ফুজিৎসু, সামসুংরা। কেননা, এরা সবাই এখন ডিজিটালবসত বাটির জন্য ইন্টারনেট সার্ফার থেকে শুরু করে সব ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য বাজারজাতের পাঁয়তাড়া করছে। দুইদিকের স্রোতকে মোকাবেলা করতে স্টান শিহ অবশ্য পুরনো 'কমমূল্যে আধুনিক প্রযুক্তি বিলানোর' কায়দাকেই কাজে লাগিয়ে সব্যসাচী হয়ে উঠতে চান। তিনি ইতোমধ্যেই ওয়ার্ম আপ প্রাকটিস শুরু করেছেন সফলও হয়েছেন। এবছরের গোড়ার দিকে এসার তাইওয়ানের বাজারে এমন একটি সিডি প্লেয়ার ছাড়ে যেটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সবগুলো সিস্টেম থেকেই উন্নত অথচ দামেও যেমন কম তেমন সফটওয়ার সুবিধাও ছিল অনেক অনেক বেশি। ব্যস প্রথম মাসেই যে পরিমাণ সিডি প্লেয়ার বিক্রি হয়, সংখ্যায় তা ছিলো অত্যন্ত জনপ্রিয় সনি, জেভিসি আর ফিলিপস-এর মোট বিক্রিত সংখ্যার থেকেও বেশি। তাইওয়ানের জনগণকে প্রথম শ্রেণীর ভোক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করে শিহ চমৎকার মন্তব্য করেন "সবে শুরু"। বাজারে প্রচলিত হাজার হাজার সফটওয়্যারকে ব্যবহারের পথ আমাদের পন্যে থাকবে, যা অন্য কারুর নেই। এটাই চাবিকাঠি।

এই মুহূর্তে এসার কী করছে ঃ

ওয়ার্ম আপ প্র্যাকটিসের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসার ঘোষণা দিয়েছে বেশ কটি পণ্যের। বিপুল গতিতে বর্ধিষ্ণু ইন্টারনেট বাজার ধরার ৫০০ ডলারের ইন্টারনেট সার্ফার 'বেসিক' এর। আপনার ঘরের টেলিভিশনটিকেই মনিটর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এই 'বাক্স' বেসিক কিনলে। অথচ কর্মে-আসলে এটি একটি পিসি। ২০০ ডলার দিয়ে ইচ্ছে করলে একটি মনিটর কিনতেও পারেন। সনি কোম্পানির জনপ্রিয় গেম মেশিন প্লে-স্টেশনকে টেক্কা দিয়ে বাচ্চাদের জন্য মাত্র ২০০ ডলারে যাবতীয় সফটওয়্যার চালানোর সুবিধাসম্বলিত একাধারে কমপিউটার, গেম মেশিন, শিক্ষামূলক অডিও ভিডিও সিডি প্লেয়ার 'ইডেন' ছেড়েছে এসার। গবেষণাগারে ও পাইপলাইনে আছে ওয়াইডস্ক্রীন টেলিভিশন থেকে শুরু করে, ডিজিটাল ভিডিও ডেস্ক প্লেয়ারসহ ভিডিও টেলিফোন অবধি একগাদা সামগ্রী। নানান ধরণের বুদ্ধিমান ইলেক্ট্রনিক্স কমিউনিকেশন সামগ্রী উদ্ভাবনের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খাটানো হচ্ছে বিপুল কর্মযজ্ঞের উৎসব মুখরতায়। এসারের গবেষণাগারে এখন সাজ সাজরব।

আহমেদ হাসান

আমাদের একটি সাধারণ ধারণা, এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ সভ্যতার গোটা আদল পাল্টে দেয়ার মূল হোতা যে কমপিউটার বা তথ্য প্রযুক্তি তার জন্ম, উন্নয়ন ও বিকাশ কর্ম সংঘটিত হয়েছে হয়তোবা কেবল এবং কেবলই জাপান আর পশ্চিমা কতক দেশ ইত্যাদির হাতেই। আরো ধারনা, এসব জ্ঞান-কৌশল-মেধা-বুদ্ধি হরদমই জন্ম নেয় ওসব দেশেই। নিজেদের দেশ কিংবা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ কিংবা তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশও যে এই মহা বিশ্বকর্মে বিস্ময়সৃষ্টিকারী অবদান রাখতে পারে তার সম্ভাবনা ও প্রয়াসের দিকে চোখ তুলে তাকাবার কথা আমাদের মনেও আসেনা।

প্রযুক্তি কল্পনা-নীতি কাঠামোহীন দেউলিয়াত্ব আর দুর্দশাগ্রস্থ দেশের চেহারা বদলানোর তাগিদ অনুভব করিনা। আমাদের ভাবনাকে কেবলই ঘোরানো হয় আমরা 'ভিক্ষুক', আমরা বড্ডো গরীব, কীইবা আছে, আমরা ওসব পারবো না-গোছের আত্ম অবমাননাকর কতক সৃষ্টিহীন চিন্তার ঘূর্ণাবর্তে। তাইতো বহুস্বপ্নের আর রক্তের ভারে ভারাক্রান্ত জাতীয় সংসদের বাজেটে কর্ম-পরিকল্পনায় প্রযুক্তি-অর্থনীতিতে সাজানোর কোনো রূপরেখা খুঁজে পাই না। বলছিলাম এসার এর কথা এসে গেলো তাইওয়ান তথা তৃতীয় বিশ্ব এবং আমাদের কথা। আমাদের শেখার আছে অনেক কিছু। তাইওয়ান এবং এসার বিস্ময় এবং উদাহরণ বটে।

বাংলাদেশে এসার ঃ

বাংলাদেশে এসারের অবস্থান সম্পর্কে এদেশে এসারের ডিস্ট্রিবিউটার ডলফিন কমপিউটার্স-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আহমেদ হাসান জানান, ৩ বছর আগে পিসি বিক্রিতে এখানে এসার ছিল ৪/৫ নম্বর অবস্থানে। বর্তমানে এসার পিসিসহ এসার পণ্য সামগ্রীর বিক্রির অবস্থান অন্যতম শীর্ষে। তারা ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রামে একটি শাখা অফিস খুলেছেন বলে তিনি জানান। এটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। সিলেটেও একটা শাখা খুব শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে। ক্রেতাদের উন্নত সার্ভিস প্রদানের জন্য বর্তমানে তারা হার্ডওয়্যার ডিপার্টমেন্ট থেকে নেটওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট আলাদা করে ফেলেছেন। এসারের যে কোন পিসি যে সময়েই বিক্রি হয়ে থাক না কেন এদের সকল প্রকার যন্ত্রাংশ সবসময় এখানে স্টকে থাকে। যা দিয়ে ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় সার্ভিসসমূহ তাৎক্ষণিকভাবেই দেয়া সম্ভব।

ডলফিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ এ ওয়াহাব জানান '৯৭ সালে তাদের রেঞ্জ/সার্ভার মার্কেটে বেশ বড় আকারে প্রবেশের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই অংশে তাদের অবস্থান থাকবে সবার শীর্ষে। মূল কোম্পানি তাদের প্রায় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যান্য অনেক বড় বড় কোম্পানিও তাদের পরিবেশকদের এ ধরনের সহায়তা দেয় না। বর্তমানে তাদের হার্ডওয়্যার ম্যানেজার এবং নেটওয়ার্ক ম্যানেজার সিঙ্গাপুরে এসারের পরিচালনাধীন প্রশিক্ষণে রয়েছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে আগামীতে বাংলাদেশে এসার নেটওয়ার্কিং, সার্ভার ডেস্কটপ, নোটবুক এবং অন্যান্য পণ্যে শীর্ষ অবস্থানে থাকবে। *

your ultimate solutions

massive COMPUTERS

massive PROFESSIONAL PC COMPUTERS ®

UNDERCUT PRICE IS AVAILABLE FOR
486 DX2-66(intel), 486DX4-100MHz(intel)
Pentium 100 MHz & 120MHz (intel)
SYSTEM & ACCESSORIES

Phone : 862856, 864058

95/1 New Elephant Road, Zinnat Mansion, 1st floor, Dhaka 1205